প্রথম আলো

২৩ আগস্ট ২০২৩
৮ ভাদ্র ১৪৩০, ৬ সফর ১৪৪৫

শিক্ষা সংলাপ

ইয়াসমীন আরা লেখা
উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানে দ্রুত বিকাশমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সূত্র ধরে উচ্চশিক্ষার্থে শিক্ষার্থীদের বিদেশ যাওয়ার হার কমে আসছে। এখন বাইরের দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে পড়তে আসছে।

১৯৯২ সালে প্রথম যখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হলো, তখন নতুন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। এরপর যেভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সমালোচনা হচ্ছিল, মনে হতো এই খাতে এসে যেন ভুল করেছি আমরা।

সরকারের ইচ্ছাতেই বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউজিসি এখানে ৬ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে পড়ানোর সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছে। এতে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কথা চিন্তাই করতে পারত না, তারাও কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে। কয়েক দিন আগে এক যুবকের সঙ্গে কথা বলেছি, যার বয়স ৩০ বছরের মতো। সে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে এখন একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার কোম্পানি কর্মীদের বছরে তিন কোটি টাকা বেতন দেয়।

গবেষণা খাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনেক এগিয়ে। ইউজিসির ৪৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গবেষণায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিয়েছে। সামনের দিনগুলোতে এ সংখ্যা আরও বাড়বে।